দৈনিক
ইত্তেফাক

6 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঝুঁকিপূর্ণ স্কুলভবনে শিশুদের শঙ্কিত পদক্ষেপ

দেশের বিভিন্ন উপজেলায় উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনে চলিতেছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। বিদ্যালয় ভবনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষের অভাবে চরম ভোগান্তি পোহাইতেছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত উক্ত খবরে বলা হইয়াছে যে, এসব অধিকাংশ বিদ্যালয়েই অবকাঠামোগত ন্যূনতম কোন সুযোগ-সুবিধা নাই। রহিয়াছে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব। কোন কোন বিদ্যালয়ে ভবন না থাকায় খোলা আকাশের নিচে, আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে জরাজীর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলে শিক্ষার্থীদের ক্লাস। যেমন পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনে ঝুঁকি লইয়া প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী ক্লাস করিতেছে। বিদ্যালয়ের ভবনগুলো জরুরি সংস্কার বা নূতন ভবন নির্মাণ করা না হইলে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকা করিতেছেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বারবার অবহিত করিয়াও কোন লাভ হয় নাই।

সরকার যখন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়িয়া ফেলিয়াছে বলিয়া হাঁকডাক ছাড়িতেছে এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার-ইন্টারনেট-তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধার মাধ্যমে শিক্ষাকে সহজসাধ্য ও আধুনিক করিবার কথা বারবার ঘোষণা করিতেছে তখন অবকাঠামোর এইরূপ বেহাল দশা হেঁয়ালির মতো কানে বাজে। অবশ্য একটু খোঁজখবর করিলেই জানা যাইবে যে, হেঁয়ালিটাই সত্য। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার যে বন্দোবস্ত রহিয়াছে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালিবার জন্য তাহা নিতান্তই অপ্রতুল। যখন অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত বিল্ডিং ও পাঠদান কক্ষ না থাকায় শিক্ষার্থীদেরকে খোলা আকাশের নিচে বিদ্যাচর্চা করিতে হয়, যখন বিদ্যমান অবকাঠামোগুলিও উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও মেরামতের অভাবে যেকোনো মুহূর্তে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িবার শঙ্কা জাগায় তখন মানসম্পন্ন শিক্ষা আশা করা অবান্তর। বরং বলা চলে, এই পরিস্থিতি কোমল শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ প্রতিরুদ্ধ করে এবং তাহাদেরকে স্কুল ছাড়িয়া যাইতে উৎসাহিত করে। শিক্ষকেরাও পাঠদানে নিবিড়ভাবে মনোসংযোগ করিতে পারেন না। তদুপরি, অনেক বিদ্যালয়েই দেখা যাইবে শিক্ষক স্বল্পতা, যাহার যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ নাই তিনি সেই বিষয় পড়াইতেছেন। আবার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক শিক্ষকই স্কুলটি দূরে হইলে ফাঁকি দিতেছেন, কিংবা প্রক্সি দিয়া চালাইয়া লইতেছেন। এরূপ বেহাল দশা পুরো শিক্ষাব্যবস্থার জন্যই হতাশাজনক।

প্রতিদিনই কোন না কোন পত্রিকায় ভগ্নপ্রায় বা ভগ্নোদ্যত স্কুলভবন, পর্যাপ্ত ভবন, পাঠকক্ষ ও সরঞ্জামাদির অভাব ইত্যাদি লইয়া, অর্থাৎ দেশজুড়িয়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অপর্যাপ্ত অবকাঠামো লইয়া খবর প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু তাহাতে কর্তৃপক্ষের টনক কোথাও নড়িতে দেখা যাইতেছে না। অথচ, এসবের জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ ও অনুদান আছে, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তারা আছেন, সর্বোপরি আছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু যা নাই তাহা হইল বরাদ্দকৃত অনুদানের যথাযথ ও দুর্নীতিমুক্ত ব্যবহার, দায়িত্বপ্রাপ্ত তদারককারীদের দায়বদ্ধতা, আর সরকারের আন্তরিকতা।

উন্নয়নকামী যেকোন দেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রতি সবচেয়ে মনোযোগী থাকে। কারণ, দক্ষ জনশক্তি ও সুনাগরিক গড়িয়া তুলিবার জন্য ইহা আগাম বিনিয়োগের শামিল। কিন্তু আমাদের দেশেই ইহার উল্টোচিত্র দেখা যায়। ফলে, বেশিরভাগ শিক্ষার্থী অচিরেই ঝড়িয়া পড়ে, আর যাহারা টিকিয়া থাকে তাহারাও উপযুক্ত ও মানসম্পন্ন শিক্ষার অভাবে সমাজের জন্য সম্পদ না হইয়া বরং বোঝা হইয়া ওঠে। আমরা যদি মানসম্পন্ন শিক্ষার নিশ্চয়তা তৈরি করিতে হইলে প্রথমত ডিজিটাল কনটেন্ট আর কম্পিউটার সরবরাহ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইলে চলিবে না। বরং সেইগুলি রাখিবার মতো আগে অবকাঠামোর ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেইগুলি চালনা করিবার জন্য সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ও গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হইবে। দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ তাহাদের বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করিয়া মানসম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করিবার ন্যূনতম অবকাঠামোগত আয়োজনটুকু নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।